কালের কণ্ঠ

তারিখ ..21 DEC 2016..
পৃষ্ঠা ..২৪ কলাম ..৫..

কালের কণ্ঠ

প্রতারণা করে অনার্সে ভর্তি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে

আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান সন্তোষজনক নয়। বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যেসব তালিকা করা হয়, তার কোনোটিতেই এমনকি 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলে খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টিরও নাম কখনো আসে না। শিক্ষার মান নানা কারণে পড়ছে। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও শিক্ষার মান নিয়ে কথা উঠছে। চলতি সপ্তাহেই টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, কোনো কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে তিন থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হচ্ছে। নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তিব্যবস্থা নিয়ে আগে প্রশ্ন তোলার সুযোগ হতো না। এখন সংঘবদ্ধ চক্র সুরক্ষিত নিরাপত্তাব্যবস্থাও ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক অযোগ্য শিক্ষার্থী প্রতারণার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এমন প্রতারণা ধরা পড়েছে এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে—যাতে মদদ ছিল প্রতিষ্ঠানটিরই কয়েকজন শিক্ষার্থীর; তারা ছাত্রলীগেরও নেতা। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন প্রজন্ম সমাজ ও রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোই যদি ভঙ্গুর প্রমাণিত হয়, জাতি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। প্রতারণামাত্রই নিন্দনীয়। অপরাধটির সঙ্গে যখন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কারো নাম উচ্চারিত হয়, আমরা লজ্জিত না হয়েও পারি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণের সময় ছবিসহ অনেক তথ্য নেওয়া হয়। হলে পরীক্ষার্থীর চেহারার সঙ্গে প্রবেশপত্রে থাকা ছবি মিলিয়ে দেখার নিয়ম রয়েছে। পরিদর্শকরা কি দায়িত্বটি ঠিকঠাক পালন করছেন? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন প্রতারক শিক্ষার্থী ভর্তির চূড়ান্ত প্রক্রিয়াপর্বে ধরা পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েকজন ধরা পড়েছিল শেষ মুহূর্তে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন আরো এক বা একাধিক শিক্ষার্থী কি থাকতে পারে না যারা কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী হয়ে গেছে?

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তিব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে গুচ্ছ পদ্ধতি চালুর আদেশ দেওয়ার পর কয়েক বছর কেটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হচ্ছে, টাকা কিংবা সম্পর্কের জোরে অযোগ্যরা নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন—এ ধরনের জোরালো অভিযোগ ওঠার পর আদেশ দেওয়া হয়েছিল শুধু মৌখিক নয়, লিখিত পরীক্ষা নিতে হবে। এ আদেশও অনসুরণ করা হচ্ছে না। নীতি নির্ধারণ হবে, বাস্তবায়ন হবে না, তাহলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো ও গুণগত মানে পরিবর্তন আসবে কী করে!

শিক্ষা-গবেষণায় আমাদের বরাদ্দ নামমাত্র। ফল বা সনদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বড় ফারাক ধরা পড়ছে। বলা হয়, অনেক প্রতিষ্ঠান নিছক সনদ-বাণিজ্য করছে; অনেক শিক্ষকও নিজের পেশার প্রতি সৎ থাকছেন না; ব্যক্তিস্বার্থের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন। দেশের শিক্ষার মান আশানুরূপ নয় বলে অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে গিয়ে বিপাকেও পড়ছে।

সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি কয়েক বছর ধরেই আলোচিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এককভাবে ভর্তি নিতে গিয়ে প্রতারণা ঠেকাতে পারছে না—গুচ্ছ পদ্ধতি চালু হলে কি দুর্নীতি-অনিয়ম বন্ধ হবে? নিয়ম যতই বদলানো হোক, প্রতারক চক্র বসে থাকবে না। নতুন নিয়মে ঝাঁপ দেওয়ার আগেই সম্ভাব্য দুর্বল স্থানগুলো চিহ্নিত করতে হবে। শিক্ষা জাতির উন্নতির প্রধান হাতিয়ার। খাতটিকে দুর্বল রেখে আমরা উন্নতির আশা করতে পারি না।